# জলবায়ু, নারী ও যোগাযোগ

মো. ইসহাক ফারুকী

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে অসম অবস্থান তৈরি করেছে সমাজের কিছু মানুষ। যেখানে নারীদের প্রয়োজন বেশি, সেখানে সিংহভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে পুরুষ। সঠিক যোগাযোগ কাঠামো না থাকার ফলে ঘরে ও সমাজে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে নারীদের ওপর, যা তারা মোকাবেলা করতে পারছে না। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পানি আনতে যায় নারীরা। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন ও নানাবিধ মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডের ফলে পানির স্তর আরো নিচে নেমে যাচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সেখানে কী ধরনের উপায় বা কৌশল নেওয়া উচিত সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে পুরুষেরা। জেন্ডার সমতার কথা বলা হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীকেন্দ্রিক সঠিক কৌশল গ্রহণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**জলবায়ু পরিবর্তন**

বাংলাদেশ একসময় ছিল ষড়ঋতুর দেশ। বর্তমানে গ্রীষ্ম, বর্ষা আর অল্পবিস্তর শীতের দেখা মেলে। অর্থাৎ দুটি ঋতু পূর্ণভাবে এবং অপরটির আংশিক দেখা মেলে। বাকি শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত ঋতু যেন হারিয়ে গেছে বৈশ্বিক উষ্ণতার কবলে। শীতেও আজকাল গরম লাগে। গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বৃষ্টি কখনো অতিবৃষ্টি আবার কখনো অনাবৃষ্টি! খরায় শুকিয়ে যায় হাওর-বাওর, খাল-বিল, নদী-নালা। অন্যদিকে মাঠঘাট ও ক্ষেতের ফসল পুড়ে যায়। অতিরিক্ত জোয়ার এবং জলোচ্ছ্বাসের লবণাক্ত পানি ভূখণ্ডে ঢুকে কমিয়ে দেয় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা। ঋতুচক্রের অস্বাভাবিকতা মানুষ, পশুপাখি ও বৃক্ষের ওপর প্রভাব ফেলে। বিনষ্ট করে প্রাণ-প্রকৃতি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে প্রবল বন্যা, মরুময়তা, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, খরা যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন এখন এত দ্রুততার সাথে ঘটছে যে অনেক প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ঝুঁকিতে আছে; যেমন, বরফ গলতে থাকায় পোলার বিয়ার বা উত্তর মেরুর শ্বেত ভালুকের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি আটলান্টিক মহাসাগরের স্যামন মাছ বিপন্ন হবার পর্যায়ে আছে, কারণ যেসব নদীতে ঢুকে তারা ডিম পেড়ে বাচ্চার জন্ম দেয়, সেগুলোর পানি গরম হয়ে যাচ্ছে। ট্রপিক্যাল অঞ্চলের কোরাল রিফ বা প্রবাল-প্রাচীর উধাও হয়ে যেতে পারে, কারণ বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড সাগরের পানিতে মিশে পানিতে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ুতে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, তবে যে মাত্রায় এখন তাপমাত্রা বাড়ছে তার জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডই প্রধানত দায়ী। মানুষ যখন থেকে কলকারখানা এবং যানবাহন চালাতে বা

শীতে ঘর গরম রাখতে তেল, গ্যাস এবং কয়লা পোড়াতে শুরু করেছে, সেই সময়ের তুলনায় পৃথিবীর তাপমাত্রা এখন ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। বায়ুমণ্ডলের অন্যতম একটি গ্রিনহাউজ গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ঊনবিংশ শতকের তুলনায় এখন ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে। গত দুই দশকে বেড়েছে ১২ শতাংশ। বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণেও বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন বাড়ছে। গাছপালা কার্বন ধরে রাখে। সেই গাছ যখন কাটা হয় বা পোড়ানো হয়, সঞ্চিত সেই কার্বন বায়ুমণ্ডলে নিঃসরিত হয়। তার সঙ্গে রয়েছে পুকুর-নদী-খাল-বিল দূষণ, বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ– সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বিল-হাওর, দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা, উত্তরাঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকা, পাহাড়ি অঞ্চলসহ অতিরিক্ত তাপপ্রবণ ঢাকা শহর তথা প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, যেখানে নারী পুরুষের তুলনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

জলবায়ুবিষয়ক আন্তর্জাতিক প্যানেলের (আইপিসি) ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সমুদ্র এবং বরফে আচ্ছাদিত অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলার ফলে প্রাণিজগতের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়া নিয়ে জাতিসংঘের বিজ্ঞানীদের একটি প্যানেল হুঁশিয়ার করেছে। মানুষের নানা কর্মকাণ্ডে পরিবেশে যে বাড়তি তাপ তৈরি হচ্ছে, তার ৯০ শতাংশই শুষে নেয় সাগর। এদিকে সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা ১.১ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে, যা আগের ধারণার চেয়েও ১০ সেন্টিমিটার বেশি। এটি হলে মারাত্মক পরিবেশ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে বিশ্বের এক ডজনের বেশি বড় বড় শহর। পরিবেশবাদীদের আশঙ্কা, সাগরের উচ্চতা বাড়লে নিচু উপকূলীয় এলাকার ৭০ কোটি মানুষ বিপদে পড়বে। সাগরের তাপমাত্রা বাড়লে আবহাওয়াও দিন দিন বিরূপ আচরণ শুরু করবে। জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়ও বেড়ে যাবে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের বেশ কিছু জায়গায় বড় ধরনের জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কাও করছেন বিজ্ঞানীরা।

**যোগাযোগ**

ল্যাটিন ভাষায় যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন শব্দের মূল হলো কমিউনিকেয়ার, যার অর্থ ভাগ করা বা একই মতে আসা। পিয়ারসন অ্যান্ড নেলসনের সংজ্ঞামতে, যোগাযোগ মানে বোঝার এবং ভাগ করে নেওয়ার প্রক্রিয়া। উৎস, তথ্য/বার্তা, চ্যানেল, রিসিভার, প্রতিক্রিয়া, পরিবেশ, প্রসঙ্গ, হস্তক্ষেপ– এই কয়েকটি বিষয় যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মোদ্দা কথা, যোগাযোগ একটি প্রক্রিয়া, যা মৌখিক এবং অমৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ এবং গ্রহণের সাথে জড়িত। যোগাযোগ হলো একটি বোঝাপড়া তৈরির উদ্দেশ্যে নিজের কিংবা দুই বা ততধিক ব্যক্তির মধ্যে চিন্তা, মতামত এবং ধারণার আকারে তথ্য আদান-প্রদানের একটি দ্বিমুখী মাধ্যম। শুধু মৌখিক বা অমৌখিক নয়, যোগাযোগ হতে পারে লিখিত বা দৃশ্যসম্বলিত।

ইন্টার-পারসোনাল কমিউনিকেশন বা আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুই বা ততধিক লোকের মধ্যে মৌখিক বা অমৌখিকভাবে আদান-প্রদান করা তথ্য, ধারণা এবং অনুভূতি

জড়িত। মুখোমুখি যোগাযোগে প্রায়ই শোনা, দেখা এবং অনুভব করার নিমিত্ত শারীরিক ভাষা, মুখের অভিব্যক্তি এবং অঙ্গভঙ্গি জড়িত। এ ধরনের যোগাযোগের ব্যবহার সব সময়ই বেশি।

তবে আরো একটি যোগাযোগ রয়েছে, যা অনেক শক্তিশালী। তা হচ্ছে ইন্ট্রা-পারসোনাল কমিউনিকেশন বা নিজের সাথে যোগাযোগ বা স্বযোগাযোগ। নিজের সাথে কথা বলা, মনে মনে কথা বলা বা কল্পনা করা বা কোনো দৃশ্য চিন্তা করা, নিজেকে নিজে পরামর্শ দেওয়া বা বোঝানো, স্মৃতিচারণ– এই বিষয়গুলো নিয়ে স্বযোগাযোগকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। অনেকেই কোনো ভুল করার পর নিজেকে নিজে বলে ফেলেন, 'পরের বার আরো ভালো করব' বা 'আমি পারব না'। স্বযোগাযোগ হচ্ছে ইতিবাচক বা নেতিবাচক সকল ধরনের কথার মধ্য দিয়ে নিজেকে নিজে অনুপ্রাণিত বা নিরুৎসাহিত করা। সফল স্বযোগাযোগের ভিত্তি হলো নিজেকে সচেতন করা, উপলব্ধি করা এবং প্রত্যাশা তৈরি ও যাচাই। পরিকল্পনা থেকে সমস্যা সমাধান, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সমাধান, নিজের ও অন্যদের মূল্যায়ন এবং বিচার– এ সব কিছুই স্বযোগাযোগের মাধ্যমে চমৎকারভাবে করা সম্ভব।

**জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা**

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ঠেকাতে অভিযোজন, বীজ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীল কৌশল গ্রহণে নারীদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)-এর উদ্যোগে 'জলবায়ু মোকাবিলায় গ্রামীণ নারী : চর, উপকূল ও পার্বত্য এলাকা' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, দেশে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুরুষের চেয়ে নারী ১৪ গুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কাটাতে এবং পরিবেশ ও অর্থনীতিতে নারীর অবদান অনেক।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বস্তি এলাকায় বাসবাসকারীদের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে স্থানান্তরিত হয়েছে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের সম্মুখীন হন বাংলাদেশের নারীরা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের ৮০ শতাংশই নারী।

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন নারীরা। জীবিকা নির্বাহের জন্য এসব নারী প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের নারীরা প্রতিদিন যে ধরনের কাজ করেন, তার প্রায় পুরোটার উৎস প্রকৃতি। সেখানে কোনো ধরনের পরিবর্তন এলে সবার আগে তার প্রভাব পড়ে নারীদের ওপর। সঠিক শিক্ষা না থাকায় এরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবগত নন। তার উপর বাংলাদেশের উপকূল, পাহাড়ি ও দুর্গম অঞ্চলগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত কমছে মেয়েশিক্ষার্থীর হার।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী, মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিবছর প্রায় ৩৬ শতাংশ মেয়েশিক্ষার্থী ঝরে পড়ে উপকূল, পাহাড়ি ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে। নারীরা যদি শিক্ষার আলো না পায়, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলবর্তী এলাকা যেমন সাতক্ষীরায় দরিদ্র নারীদের একটি অংশ জরায়ু ও অন্যান্য প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণে ভুগছেন। এর কারণ হচ্ছে, ওইসব নারী কোমর পানিতে নেমে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ধরে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করেন। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কথা না জেনেই মাসিক নিয়মিত করার জন্য নারীরা, এমনকি কমবয়সী মেয়েরা নিয়মিতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খায়। তা ছাড়া চর ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নারীরা সহজে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা পান না।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে প্রতিবছর লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে নারী ও মেয়েশিশুদের ওপর। উপকূলীয় অঞ্চলে খাবারসহ দৈনন্দিন কাজে অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে নারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ বেড়েই চলেছে। এসব অঞ্চলে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মহার গত কয়েক বছরে বেড়েছে কয়েক গুণ। উপকূলীয় অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে পরিষ্কার পানির অভাবে নারীরা দূষিত লবণাক্ত পানিতে ঋতুস্রাবের কাপড় পরিষ্কার ও গোসল করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর প্রভাব সরাসরি প্রজননস্বাস্থ্যের ওপর পড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানের ভূমি, ফসল উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ায় এসব অঞ্চলের নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বন উজাড় করার কারণে ছড়া, নালা, ঝরনার পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে পাহাড়ি নারীদের এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে গিয়ে পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে। বাড়ছে পুষ্টিহীনতা ও নানাবিধ রোগ। সাথে রয়েছে নিরাপত্তাহীনতা। এদিকে পাহাড়ে পানির উৎস বিলীন হওয়ার দশা। আধুনিক রিসোর্টের নামে উৎসমুখ থেকে পানি টেনে আনা ও বন ধ্বংস একসাথে হওয়ায় ভবিষ্যতে আকাল হতে পারে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। অনেক দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াত সুবিধা সহজ না হওয়ায় স্বাস্থ্যসেবা পান না পাহাড়ি নারীরা। তা ছাড়া অনেক জায়গায় রয়েছে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব।

হাওর অঞ্চলের নারী ও শিশুদের অবস্থাও ব্যতিক্রম নয়। বছরের ছয় মাস পানিবন্দি অবস্থায় সেখানে খাদ্যসংকট দেখা দেয়, যাতায়াত বিঘ্নিত হয় এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দুর্লভ হয়ে পড়ে। এ সময় জরুরি প্রসূতি সেবার অভাবে অনেক মা ও নবজাতকের মৃত্যু হয়। যারা বেঁচে থাকে তারা পুষ্টিহীনতাজনিত বিভিন্ন রোগে ভোগে।

জলবায়ু সংকট নারীর আর্থসামাজিক অবস্থায়ও ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। গত কয়েক বছরে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মানুষের কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মৌসুমি অভিবাসন। এই অভিবাসনের কারণে নারীর ওপর পড়ছে

বিরূপ প্রভাব। কাজের সন্ধানে পুরুষেরা যখন সাময়িকভাবে অভিবাসী হচ্ছে, তখন বাড়ছে বহুবিবাহের সংখ্যা। আবার কারও কারও স্বামী ফিরে আসছে না বলে নারীরা বিভিন্ন সামাজিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির হার। উপরন্তু জলবায়ু সংকট দরিদ্র পরিবারগুলোর ওপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এর প্রভাব এসে পড়ছে পরিবারের কিশোরী মেয়েটির ওপর। তাকে তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হচ্ছে পরিবার। যে কারণে গত কয়েক দশকে প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে বাল্যবিবাহের সংখ্যা।

**যোগাযোগে নারী**

যোগাযোগ দক্ষতা যে কোনো পরিবেশে অপরিহার্য। কথা বলার ক্ষমতা থাকা, স্পষ্টভাবে ও জোরালোভাবে লিখতে পারা এবং সফলভাবে বার্তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক নারীর সাফল্য ও ব্যর্থতার পার্থক্য বোঝা যায়। মার্কিন ব্যবসা যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং ডেকার কমিউনিকেশনের প্রেসিডেন্ট কেলি ডেকার নারীদের জন্য যোগাযোগ বিষয়ক বেশ কিছু টিপস দিয়েছেন। টিপসগুলো হলো– দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জোরালোভাবে নিজের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা, আমতা আমতা না করা, দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থান তৈরি করা যেন মনে হয় আপনি ওই স্থানের মালিক, সরাসরি কথা বলা, মূল বা মোদ্দা কথা গুছিয়ে বলা, সমস্যা ও সমাধানের পথ খুঁজতে প্রশ্ন করা এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য আলোচনা করা, লজ্জিত না হয়ে চাহিদা অনুযায়ী প্রশ্ন করা, আবেগতাড়িত না হয়ে বা কাউকে দোষারোপ না করে কর্ম পদক্ষেপ জানতে চাওয়া, কেউ আগে বলবে বা কারো জন্য অপেক্ষা করতে হবে এসব চিন্তা বাদ দিয়ে নিজে কথা শুরু করা বা নেতৃত্ব দেওয়া, কেউ সুযোগ দেবে এই আশায় বসে না থেকে নিজেকে উপস্থাপন করা।

যোগাযোগ বিশ্বে অনেক নারী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুগলের গ্লোবাল কমিউনিকেশন অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিনু হান্ডা, অ্যাপলের করপোরেট কমিউনিকেশন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন হিউগে কোয়েল, মেটা প্ল্যাটফর্মসের (ফেসবুক) করপোরেট কমিউনিকেশন ডিরেক্টর এলিজাবেথ গোটিয়ার, নভো নরডিস্কের মিডিয়া রিলেশন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন্সের ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন্স ডিরেক্টর জুলিয়েট স্কট, ওয়ালমার্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড চিফ কমিউনিকেশন্স অফিসার অ্যালিসন পার্ক, নেসলের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড চিফ কমিউনিকেশন্স অফিসার লিসা গিবি, অ্যাডোবের ভাইস প্রেসিডেন্ট (মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি) অ্যান্ড চিফ কমিউনিকেশন্স অফিসার স্ট্যাসি মার্টিনেট, দ্য কোকা কোলা কোম্পানির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড চিফ কমিউনিকেশন্স, সাস্টেইনেবিলিটি, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ অফিসার বিয়া পেরেজ, নেটফ্লিক্সের চিফ কমিউনিকেশন্স অফিসার র‍্যাচেল ওয়েটস্টন, শেলের করপোরেট কমিউনিকেশন্সের প্রধান, ওয়াল্ট ডিজনির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড চিফ কমিউনিকেশন্স অফিসার ক্রিস্টিনা শেক, জাতিসংঘের চিফ অব কমিউনিকেশন্স ক্যাম্পেইনস

ন্যানেট ব্রাউন, উইম্যান্স ওয়ার্ল্ড ব্যাংকিংয়ের গ্লোবাল ডিরেক্টর অব পলিসি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ফ্রান্সিস্কা ব্রাউন প্রমুখ।

এদিকে জলবায়ু যোগাযোগে যেসব নারী নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ কমিটির হেড অব কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড এনগেজমেন্ট সোফি ভিপন্ড, উই ক্যান ইন্টারন্যাশনালের কমিউনিকেশন অ্যান্ড আউটরিচ কো-অর্ডিনেটর ক্যাথরিন কোয়েড, মালালা ফান্ডের এডিটরিয়াল ম্যানেজার এমিলি ইয়াম, মার্কিন পরিবেশ সাংবাদিক অ্যামি ওয়েস্টারভেল্ট, জার্মান সাংবাদিক ও ক্লাইমেট জার্নালিজম জার্মানি নেটওয়ার্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সারা শুরম্যান, প্রমুখ।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্বযোগাযোগ ও আন্ত-ব্যক্তিক যোগাযোগের সমন্বয় ঘটিয়ে যে নারী সারাবিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে সে সুইডিশ তরুণী গ্রেটা থুনবার্গ। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই সে বুঝে গিয়েছিল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। সে কারণে সে নিজে ও নিজের ঘর থেকেই শুরু করেছিল জলবায়ু পরিবর্তনের বিপক্ষে যাত্রা। কিশোরী থুনবার্গ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুইডেন সংসদের বাইরে প্রতিবাদ শুরু করে। তখন থেকে সে জলবায়ু কর্মী হিসেবে পরিচিতি পায়। থুনবার্গ সোজাসুজি কথা বলার জন্য পরিচিত। বিভিন্ন সমাবেশে সে ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি নিরসনে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। প্রায় দুই বছর ধরে থুনবার্গ তার পিতামাতাকে পরিবারের কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। সে নিরামিষাশী হয়ে ওঠে এবং বিমানে চড়া বিসর্জন দিয়ে পরিবেশের ওপর সামগ্রিক প্রভাব কমানোর চেষ্টা করে। গ্রেটা তাদের জলবায়ু সংক্রান্ত গ্রাফ এবং ডেটা দেখানোর চেষ্টা করেছিল, যাতে তারা পরিবেশের ক্ষতি না করে। কিন্তু এটি কার্যকর না হলে সে তার পরিবারকে সতর্ক করে বলেছিল যে, তারা তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে।

২০১৮ সালের নভেম্বরে থুনবার্গ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় স্কুলে অবরোধের ডাক দেয়। একই বছর ডিসেম্বরে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের পর এই আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ২০১৮ সালের আগস্টে থুনবার্গ ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিবাদ শুরু করে। সেটি সে সময় গণমাধ্যমে প্রচুর সাড়া ফেলে। ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ ১১২টি দেশের আনুমানিক ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী তার ডাকে সাড়া দিয়ে জলবায়ু প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় একজন নারীর মাধ্যমে স্বযোগাযোগ ও আন্ত-ব্যক্তিক যোগাযোগের একটি অনন্য উদাহরণ গ্রেটা থুনবার্গের উদ্যোগ। আগে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বোঝানো যে, আমি বা আমরা কী চাই? আমার বা আমাদের কী করতে হবে? কীভাবে করতে হবে? ভবিষ্যতে আমি বা আমরা নিজেদের কোথায় দেখতে চাই?

## জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য যোগাযোগ

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে শ্রোতাদের শিক্ষিত এবং সংগঠিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রয়োজন স্বযোগাযোগ ও আন্ত-ব্যক্তিক যোগাযোগের সংমিশ্রণ ঘটানো। প্রত্যেকে যদি তাদের বক্তব্য উত্থাপন করে, সমাধানগুলো ভাগ করে এবং পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন করে– তাহলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

### ১. প্রমাণসহ বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহার

- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ভুল তথ্য দেওয়া বা কোনো তথ্য না দেওয়া অনেক বড় বাধা। এভাবে কোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রতারণামূলক বা বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তু জলবায়ু বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যা সমাধানের ধারণাকে বিকৃত করে, বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং প্রায়ই কাজে বিলম্ব করে বা ক্ষতিকর পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যায়।

- তথ্য ও পরিসংখ্যান শেয়ার করার সময় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে সেগুলো একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে, যা বিজ্ঞানভিত্তিক। পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হয় যে উদ্দেশ্যটি পক্ষপাতদুষ্ট নয় এবং আর্থিক বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত নয়।

- কোনো তথ্য অনলাইনে পোস্ট করলে তা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিছু শেয়ার করার আগে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। কে এটি তৈরি করেছে, কোন উৎসের উপর ভিত্তি করে কারা এটির জন্য অর্থ প্রদান করেছে এবং কারা এটি থেকে লাভবান হতে পারে তা খুঁজে বের করা জরুরি। কোনো কোম্পানি বা পণ্যকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে উপস্থাপন করার আগে সেটা আসল না নকল সেটা যাচাই করা জরুরি। কোম্পানি তাদের কার্বন পদচিহ্ন কমাতে এবং জলবায়ু প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে সত্যিই কি করছে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। আর্থিক বিষয়গুলোকেও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে।

- একজন উপযুক্ত বার্তাবাহক জনগণকে সংযুক্ত করতে পারে। মেধাবী, তথ্যবহুল ও বিশ্বস্ত বৈজ্ঞানিক, গবেষক, আবহাওয়াবিদ, চিকিৎসক, কনটেন্ট ক্রিয়েটর অবশ্যই দর্শক-শ্রোতাদের জন্য উপযুক্ত বার্তাবাহক। জলবায়ু যোগাযোগের ক্ষেত্রে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এবং নিজের যত্ন সম্পর্কে জানে, তারাও বার্তাবাহক হতে পারে। কারণ তারা বলতে পারে, মানুষ আমার মতোই জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার।

### ২. সমস্যা ও সমাধানের পথ জানানো

- আমরা যদি এখনই কাজ শুরু করি তবে সবচেয়ে খারাপ প্রভাবগুলো এখনো এড়ানো যেতে পারে। তাই সংকট নিয়ে শুধু বসে না থেকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও

সমাধানের পথ বের করে আশাব্যঞ্জক বার্তা প্রকাশ এবং সকলকে ক্ষমতায়িত ও জড়িত থাকতে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন।

- শুধু উপাত্ত উপস্থাপন করলেই মানুষ আকর্ষিত হবে না। কনটেক্সট অনুযায়ী মানুষের নিজের মতো একটি গল্প উপস্থাপন করতে হবে। ব্যক্তিগত গল্প একটি আবেগপূর্ণ সংযোগ তৈরি করতে পারে। দর্শক-শ্রোতাদের সতর্ক করতে পারে এবং শেয়ার করা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোকে কম কঠিন বলে মনে করতে পারে। এমনকি জলবায়ু শব্দটি দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার দরকার নেই। দর্শকদের নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্কিত সমস্যা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। জনগণকে জানানো প্রয়োজন যে তাদের পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে। কারণ নিজে সমাধানের উদ্যোগ নিলে সিস্টেমও পরিবর্তিত হয়।

- নিজেরা যদি তাদের অপ্রয়োজনীয় খরচ বন্ধ করে, অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটায়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সরকার ও বেসরকারি পদক্ষেপের বিষয়ে দাবি তুলে ধরে তাহলে পরিবর্তন সম্ভব। ইতিহাস বলে, অনেকের ছোট ছোট পদক্ষেপের ফলে নেতাদের মাধ্যমে বড় পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের জন্য 'বলতে হবে' এবং 'এখনই করতে হবে'– এই উদ্যোগের ফলে নেতারাও কাজ করার বিষয়ে ভাববে।

- জলবায়ু সংকট সমাধানের অর্থ হলো অন্যায় ও অবিচারের সমাধান করা, যা সকলের জন্য সুযোগ তৈরি করতে পারে।

- দরিদ্র দেশ এবং অনুন্নত সম্প্রদায়, আদিবাসীসহ যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবেশ রক্ষা করেছে তারা প্রায়ই জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয়। একই ঘটনা নারী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে সমস্ত স্তরের ও সম্প্রদায়ের মানুষের বক্তব্য, মতামত, দক্ষতা, উদ্ভাবন, ইতিবাচক পদক্ষেপ, ঐতিহ্যগত বৈজ্ঞানিক কৌশল, প্রযুক্তিগত জ্ঞানসহ সমাধানগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

### ৩. কর্মতৎপর হওয়া

সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ চায় তাদের সরকার পদক্ষেপ নেবে। এদিকে উন্নত অর্থনীতির বেশিরভাগ মানুষ তাদের নিজেদের জীবনের পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় আমাদের একত্রিত হওয়া উচিত।

জলবায়ু সংকট সমাধানের জন্য এখনই কী ঘটতে পারে, তা জনগণকে জানানো প্রয়োজন। কারণ সময় ফুরিয়ে গেলে কাজ করার কোনো মূল্য থাকে না। গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনে জরুরি পদক্ষেপের জন্য জনসমর্থন বাড়ানো প্রয়োজন এবং তা এই মুহূর্তে। একটি

টেকসই বিশ্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করলে প্রচুর সুযোগ আসবে; যেমন সবুজ ও টেকসই চাকরি, পরিষ্কার বায়ু, পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, বসবাসযোগ্য উপকূলীয় শহর এবং উন্নত স্বাস্থ্য। 'বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা'– এই বাক্যটি অনেকে নাও বুঝতে পারে। তাই সহজভাবে এই ইস্যুটিকে তুলে ধরতে হবে। পরিবার, প্রকৃতি, সম্প্রদায়, সংস্কৃতি, স্থানীয় অবস্থা ও অবস্থান এবং ধর্মের সাথে মূল্যবোধকে যুক্ত করা যেতে পারে। জরুরি পরিস্থিতি বোঝাতে নিরাপত্তা ও টেকসই অবস্থার কথা বিবেচনায় আনা যেতে পারে। সারা বিশ্বের অনেক যুব ও নারী জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট সমাধানে কাজ করছে। তাই যুব ও নারীদের একত্রিত করা এখনই প্রয়োজন।

## জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা

২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ-২৬ সম্মেলনে 'নারী ও জলবায়ু' শীর্ষক আলোচনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার সবচেয়ে বেশি হচ্ছেন নারীরা। তাই জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাও জরুরি।

### ১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরা

তথ্য-প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে দুর্যোগের সময়গুলোতে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। ১৪১টি দেশের নমুনাসহ একুশ বছরের সমীক্ষায় দেখা গেছে, পুরুষদের তুলনায় বেশি নারী দুর্যোগের কারণে মারা যায়।

### ২. অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জেন্ডার ভূমিকাও নারীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে

অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে প্রান্তিক দেশগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দূষণের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতিদিন ১ ডলারেরও কম আয়ে জীবনধারণকারী ১.৫ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে বেশিরভাগই নারী। বিশ্বব্যাপী পুরুষের তুলনায় ২৫ শতাংশের বেশি ২৫-৩৪ বছর বয়সী নারী চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। বিশ্বের অনেক জায়গায় নারীরা পানি, খাদ্য এবং জ্বালানি সংগ্রহসহ প্রাথমিকভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ, পরিচর্যা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত।

### ৩. সংকটের সময় নারীরা ভালো নেতা হিসেবে প্রমাণিত

১৯৪টি দেশের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারী-নেতৃত্বাধীন দেশগুলোতে মহামারির প্রতিক্রিয়া পদ্ধতিগতভাবে ভালো ছিল। নারী গভর্নরের নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলোতে কোভিড-১৯ জনিত মৃত্যু কম ছিল। মহামারির প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী করপোরেট আমেরিকার ব্যবস্থাপকদের একটি মূল্যায়নে আরো দেখা গেছে, নারীনেতারা কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা,

উদ্যোগ নেওয়া, অন্যদের বিকশিত করা এবং শক্তিশালীভাবে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে বেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন।

### ৪. নারীদের রয়েছে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা

গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা পুরুষদের তুলনায় দ্রুত উদ্ভাবনী এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশ্বজুড়ে ১৭টি গবেষণা পর্যালোচনা করে জানা গেছে, সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের উপস্থিতির ফলে কঠোর এবং টেকসই নিষ্কাশন নিয়ম, অধিকতর সম্মতি, অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং ভালোভাবে দ্বন্দ্ব নিরসন হয়েছে। এই গবেষণা আরো দেখিয়েছে যে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার চাইতে নারীদের সামষ্টিক চিন্তা করার প্রবণতা বেশি। নারীরা এমন সিদ্ধান্ত নেন যা জনগণের জন্য ইতিবাচক। পাশাপাশি তারা ন্যায্য বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া এবং সৎ ও নৈতিক আচরণকে উৎসাহিত করেন।

### ৫. নারীরা শক্তিশালী পরিবেশ সংগঠক

৬০ বছর ধরে যুগান্তকারী কাজের মাধ্যমে ইংরেজ প্রাইমাটোলজিস্ট ও নৃতত্ত্ববিদ জেন গুডাল বিশ্বকে বন্য শিম্পাঞ্জিদের জটিল পারিবারিক মিথস্ক্রিয়াগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রাইমেট এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ বাসস্থান রক্ষা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী, সমুদ্রবিজ্ঞানী এবং অভিযাত্রী ড. সিলভিয়া আর্লে ছিলেন মার্কিন জাতীয় মহাসাগরীয় ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসনের প্রথম নারী চিফ সাইন্টিস্ট। মহাসাগরে অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং দূষণের অবসান ঘটাতে তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে সকলকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কট্টর বিরোধী কিমিকো হিরাতা তাঁর জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় ব্যয় করেছেন জীবাশ্ম জ্বালানির উপর থেকে তাঁর দেশের নির্ভরশীলতা কমানোর আন্দোলন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয় জীবাশ্ম জ্বালানিকে। কিমিকোর প্রচারণার ফলে ১৭টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ থেকে সরে আসতে হয় জাপানের কর্তৃপক্ষকে। এই অবদানের জন্য প্রথম জাপানী নারী হিসেবে গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ পান কিমিকো।

জীববিজ্ঞানী সোফিয়া হেইনোনেন আর্জেন্টিনার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করেন। আর্জেন্টিনার প্রধান এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জলাভূমি এস্তেরোস ডেল ইবেরা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকায় পরিবেশ সংরক্ষণের প্রথম প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন। তিনি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সংরক্ষিত এলাকা তৈরিতে অবদান রেখে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে আর্জেন্টিনার চারটি প্রধান অঞ্চলে কাজ করছে রিওয়াইল্ডিং আর্জেন্টিনা প্রকল্প। ব্যক্তিগত জমিকে সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যানে পরিণত করা এবং বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে এবং টেকসই ইকোট্যুরিজম গড়ে তুলতে স্থানীয় প্রজাতির পুনঃপ্রবর্তন করার দিকে জোর দেয় প্রকল্পটি।

'নারী ও মেয়েরা, তোমরা জলবায়ু সমস্যা সমাধানের অংশ'– এটি ওমানের বিজ্ঞানী রুমাইথা আল বুসাইদীর ২০২১ সালের টেড টক্সের শিরোনাম। ১০ লাখেরও বেশিবার ভিউ হওয়া এই আলোচনাটি আরব নারীদের অধিকারের প্রতি তাঁর প্রচারণাকে প্রতিফলিত করে। আল বুসাইদী আরব ইয়ুথ কাউন্সিল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং এনভায়রনমেন্ট সোসাইটি অব ওমানের হয়ে কাজ করেন। তিনি জলবায়ু-সচেতন বিদেশী সাহায্য প্রদানে বাইডেন প্রশাসনের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছাড়াও টেকসই পর্যটনে গ্রিনল্যান্ড সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানো সর্বকনিষ্ঠ ওমানি নারী এবং আরব নারীদের ব্যবসায়িক আলোচনার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য উইম্যানএক্স নামের একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা।

টেকসই গতিশীলতার বিষয়ে আগ্রহী কার্বন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ আনা হুটুউনেন তাঁর নিজ দেশ ফিনল্যান্ডের লাহিট শহরকে আরো বেশি পরিবেশবান্ধব ও পরিচ্ছন্ন করা এবং দক্ষ গতিশীলতা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছেন। ২০২১ সালে এই শহরটিকে ইউরোপের 'সবুজ রাজধানী' হিসেবে মনোনীত করা হয়। তিনি শহরের অভিনব ব্যক্তিগত কার্বন ট্রেডিং মডেলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যা থেকে নাগরিকরা সাইক্লিং বা অন্যান্য পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন ব্যবহার করে ক্রেডিট অর্জন করতে পারে। এটি বিশ্বের প্রথম অ্যাপ, যা এমন সুবিধা দেয়। তিনি নেটজিরোসিটিসের ক্লাইমেট নিউট্রাল সিটিজের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। নেটজিরোসিটিস এমন একটি সংগঠন, যা ইউরোপীয় শহরগুলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে জলবায়ু নিরপেক্ষতা (গ্রিনহাউজ নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসা) অর্জন করতে সহায়তা করছে।

কেনিয়ার পরিবেশবাদী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ওয়াঙ্গারি মাথেই ৭০ দশকে গ্রিন বেল্ট মুভমেন্ট নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, যার লক্ষ্য ছিল বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। ১৯৮৬ সালে তিনি রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড নামক পুরস্কার পান। ২০০৪ সালে প্রথম আফ্রিকান নারী হিসেবে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। মাথেই একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ওয়াই কিবাকি সরকারের সহকারী পরিবেশমন্ত্রী ছিলেন।

### ৬. পরিবেশগত এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সমন্বয় করে নারীরা

যখন ইকুয়েডর সরকার আমাজনের সাত মিলিয়ন একর আদিবাসী জমি তেল কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছিল, তখন ওয়াওরানি আদিবাসী নেতা ও পরিবেশকর্মী নেমন্টে নেনকুইমো বিক্রি বন্ধ করার জন্য একটি কমিউনিটি অ্যাকশন মামলার নেতৃত্ব দেন। আদালত ওয়াওরানি জনগণের পক্ষে রায় দেয়, তেল উত্তোলন থেকে জমি রক্ষা করে এবং পরবর্তী নিলামের আগে আদিবাসীদের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে।

কেনিয়াতে মরুকরণ রোধ করতে ওয়াঙ্গারি মাথাই ৬ হাজার গাছের নার্সারি তৈরি করেছেন এবং তাঁর কমিউনিটির নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর এই কাজকে গ্রেট গ্রিন

ওয়াল ইনিশিয়েটিভ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই আফ্রিকান-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের লক্ষ্য হলো সাহেল জুড়ে ৮ হাজার কিলোমিটার গাছের একটি বেল্ট তৈরি করা, যা বিপুল পরিমাণে কার্বন নিরসন করার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন পরিবর্তনে সহায়তা করছে।

### ৭. পানি সংগ্রহে নারী

বিশ্বের অনেক দেশে নারী ও মেয়েরা পানি সংগ্রহ এবং স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী নারী ও মেয়েরা প্রতিদিন পানি সংগ্রহ করতে দুইশত মিলিয়ন ঘণ্টা ব্যয় করছে। জাতিসংঘ বারবার স্বীকার করেছে যে, টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাফল্য মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে নারীদের সম্পৃক্ত করার ওপর নির্ভর করে। পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন পরিকল্পনা থেকে নারীদের বাদ দেওয়া উচ্চ ব্যর্থতার হারের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

### ৮. আদিবাসী নারীরা তাদের সহজাত জ্ঞানকে কাজে পরিণত করে

সারা বিশ্বের অনেক আদিবাসী তাদের জমি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রক্ষা করছে। এমন অনেক আদিবাসী আছে যারা মাতৃপ্রধান। আদিবাসীদের অনেক সংস্কৃতি, ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও প্রযুক্তি আছে যা কৃষি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানো, কার্বন নিঃসরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই জীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারে।

### ৯. বন সংরক্ষণে অবদান রয়েছে নারীদের

বন সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে তখনই যখন এর সাথে নারীরা ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত থাকে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রথম সরব হন বর্তমান সময়ের ভারতের উত্তরাখন্ডের চামেলি গ্রামের মানুষ। ১৯৭৪ সালে যখন সরকার ঘোষণা করে আড়াই হাজার গাছ কেটে ফেলা হবে, তখন ঠিকাদারদের উদ্ধত করাতের সামনে গাছ জড়িয়ে রুখে দাঁড়ান চামেলি গ্রামের মেয়েরা। হিন্দিতে 'চিপকো' শব্দটির অর্থ 'জড়িয়ে ধরো' বা 'আটকে থাকো'। আর গাছকে জড়িয়ে ধরার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম 'চিপকো আন্দোলন'। অলকানন্দার তীরে মেয়েদের সেই অপ্রতিরোধ্য চেহারার সামনে পিছু হটে ঠিকাদারদের লোকলস্কর। সেই প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গৌরাদেবী, সুরক্ষা দেবী, বাচনি, সুদেষ্ণারা। অরণ্যলুটেরারা দমে যায় নি। ফের আসে আইনি কাগজ হাতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। সামনে আসেন সুন্দরলাল বহুগুণা। সুন্দরলাল বহুগুণা ও চিপকো আন্দোলন সমার্থক। তবে এই আন্দোলনের গোড়ায় তিনি ছিলেন না। ছিলেন তাঁর স্ত্রী বিমলা। এরপর বিমলার নেতৃত্বে মাড়োরা গ্রামের নারীরা গাছ জড়িয়ে ধরে চিপকো আন্দোলন শুরু করেন। সুন্দরলাল বিশ্বস্ত স্বামী হিসেবে স্ত্রীর পাশে দাঁড়ান। গান্ধীবাদী জনমত সংগঠিত করতেও সক্ষম হন। নির্বিচারে গাছ কেটে যে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করবে এই চেতনা থেকে হিমালয়ের বিপন্ন পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে আড়াই বছর ধরে সাত হাজার কিলোমিটার পায়ে

হেঁটে হাজার হাজার প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। এমনকি, ভাগীরথী নদীর ওপর তৈরি হতে যাওয়া তেহরি বাঁধ নিয়েও প্রতিবাদে শামিল হন সুন্দরলাল। সত্যাগ্রহ ও অনশন করেন। সেই প্রতিবাদ ও আন্দোলন এবং হিমালয়ের পাহাড়ি গ্রামের বার্তা নিয়ে সুন্দরলাল পৌঁছে গিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। তাঁর আর্জি মেনে ১৯৮০ সালে পাহাড়ে গাছ কাটায় ১৫ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ইন্দিরা গান্ধী।

### ১০. বীজ রোপণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নারী

নারীরা দেশীয় বীজ ব্যাংক ও নার্সারিগুলোর রক্ষক। তাঁরা পুনরায় বীজ রোপণ ও সংরক্ষণে নেতৃত্ব দেন। এতে করে বনের অবক্ষয় রোধ, কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায়। গ্লোবাল ল্যান্ডস্কেপ ফোরাম (জিএলএফ) ১৬ জন নারীনেতাকে নিয়ে উৎসব উদযাপন করেছে, যারা প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করছেন। তাঁরা হলেন–

- বাংলাদেশি-মার্কিন উদ্যোক্তা, শিক্ষক এবং ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা দুরিন শাহনাজ
- লুক্সেমবার্গের রাজনীতিবিদ, লেখক ও সাবেক পরিবেশমন্ত্রী ক্যারোল ডিশবার্গ
- মেক্সিকোর আলোকচিত্রী, লেখক, সংরক্ষক ও জীববিজ্ঞানী ক্রিস্টিনা মিটারমেয়ার
- মার্কিন জলবায়ু কর্মী এবং সানরাইজ মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক বর্ষিনী প্রকাশ
- তানজানিয়ার জীববৈচিত্র্য নেতা ও আইনজীবী এলিজাবেথ মারুমা ম্রেমা
- ঘানার প্রখ্যাত ডিসকো জকি, কবি, কণ্ঠশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী ডিজে সুইচ বা এরিকা আরমাহ ব্রা-বুলু তন্দোহ
- ইংরেজ প্রাইমাটোলজিস্ট ও নৃবিজ্ঞানী জেন গুডাল
- ফিলিপাইনের ইবালই (আদিবাসী সম্প্রদায়) পরিবেশ ও উন্নয়ন শিক্ষাবিদ ও গবেষক জোজি ক্যারিনো
- মার্কিন মহামারি বিশেষজ্ঞ এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিস ওয়ান হেলথ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. জোনা ম্যাজেট

- বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনালের (পাখি সংরক্ষণে বিশ্বের বৃহত্তম প্রকৃতি সংরক্ষণের অংশীদারি প্রতিষ্ঠান, যারা বিশ্বের ১১৫টি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে কাজ করছে) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্যাট্রিসিয়া জুরিটা
- সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানী শাহানা ঘোষ
- ব্রাজিলের আদিবাসী কর্মী, পরিবেশকর্মী এবং রাজনীতিবিদ সোনিয়া গুয়াজাজারা
- ইন্দোনেশিয়ার কালিমন্তন অঞ্চলের দাবানল আক্রান্ত বনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আদিবাসী যুবকদের সংগঠন ইয়ুথঅ্যাক্ট ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর সুমার্নি লামান
- আফ্রিকার সামাজিক বিজ্ঞানী এবং জলবায়ুনীতি কর্মী সুসান চোম্বা
- উগান্ডার জলবায়ু জাস্টিজ কর্মী ভেনেসা নাকাতে
- সিয়েরা লিওনের রাজনীতিবিদ ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইভন আকি-সায়ার।

শস্যের গান্ধী খ্যাত ভারতের পণ্ডিত, পরিবেশকর্মী, খাদ্য সার্বভৌমত্বের আইনজীবী, পদার্থবিদ এবং লেখক বন্দনা শিবা জৈবিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে নবদন্য নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জৈব চাষ, কৃষকদের অধিকার এবং বীজ সংরক্ষণের প্রক্রিয়া প্রচার করে। নবদন্য-এর অর্থ নয়টি বীজ। নবদন্য হলো পৃথিবীকেন্দ্রিক, নারীকেন্দ্রিক এবং কৃষকের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন। তারা ১৫০টিরও বেশি সম্প্রদায়ের বীজ ব্যাংকে তাদের দেশীয় জাতগুলোকে অবাধে সংরক্ষণ, ভাগ এবং প্রজনন করে পুষ্টিকর, জলবায়ু সহনশীল খাদ্যের সমৃদ্ধ বীজ ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছে। ভারতের ২২টি রাজ্যজুড়ে তারা দেশি জীবন্ত বীজ থেকে প্রকৃত জীবন্ত খাদ্য উৎপাদন করছে। বন্দনা শিবা এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কর্মসূচিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। বর্তমানে এর মতো আরো অনেক বীজ ব্যাংক এখন আশেপাশের দেশে তৈরি করা হয়েছে।

### ১১. জেন্ডার সমতাকে উন্নত করলে জিডিপি বৃদ্ধি পায়

ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট (এমজিআই)-এর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নারীর সমতাকে এগিয়ে নিয়ে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জিডিপিতে ১২ ট্রিলিয়ন ডলার যোগ করা যেতে পারে। আরো ভালোভাবে ব্যাখ্য করলে দেখা যায়, সকল দেশ তাদের অঞ্চলের দ্রুত-উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির হারের সাথে মেলাতে ২০২৫ সালের মধ্যে বার্ষিক জিডিপিতে ১২ ট্রিলিয়ন ডলার বা ১১ শতাংশ যোগ করতে পারে। অন্যদিকে যেখানে নারীরা শ্রমবাজারে

পুরুষদের সমান ভূমিকা পালন করে, সেখানে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বার্ষিক জিডিপিতে ২৮ ট্রিলিয়ন ডলার বা ২৬ শতাংশ যোগ করা যেতে পারে।

## ১২. নারীরা অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে

ফ্রান্সের সাবেক অর্থমন্ত্রী, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড বলেন, 'নারীর অগ্রগতি হলে অর্থনীতিরও অগ্রগতি হয়'।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিতে সাংবাদিক ও লেখক সোফি হার্ডচের একটি লেখা থেকে জানা যায়, ইতিহাসের প্রথম নারী ব্যবসায়ী ছিলেন ইরাকের উত্তরাঞ্চলের টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত আসুর শহরের এক নারী, যাঁর নাম ছিল আহাহা। সময়টা খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৭০। আহাহা ইরাকের আসুর শহর থেকে তুরস্কের কানেশ শহরে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিলেন। এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিলেন আহাহাসহ আরো কয়েকজন। ব্যবসাটি ছিল কাপড় ও টিনের। তখন গাধার পিঠে চড়িয়ে মালামাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া হতো। তখন ছিল বিনিময় প্রথার যুগ। মুদ্রার বদলে সে যুগে পণ্যের মূল্য হিসেবে অন্য একটি পণ্য বিনিময় করা হতো। আহাহার ব্যবসাটি ছিল বেশ লাভজনক।

বর্তমান সময়ে চীনের আবাসন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সোহো চায়নার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ঝাং জিন। তাঁকে বলা হয়, একজন নারী যিনি বেইজিং তৈরি করেছেন। তিনি একসময় কারখানার কর্মী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ঝাং তাঁর কোম্পানি চালু করার আগে গোল্ডম্যান শ্যাসের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি তখন ২.৮ বিলিয়ন ডলার সম্পদ অর্জন করেন।

মিডিয়া মোগল অপরাহ উইনফ্রে। একজন টিভি ব্যক্তিত্ব থেকে হয়ে উঠেছেন উদ্যোক্তা। সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন অক্সিজেন মিডিয়া। তিনি ২০১১ সাল পর্যন্ত তাঁর টক শো উপস্থাপনা হোস্টিং চালিয়ে যান, পরবর্তীকালে অপরাহ উইনফ্রে নেটওয়ার্ক (ওডব্লিউএন) প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৫ সালে তিনি ওয়েট ওয়াচার্স ইন্টারন্যাশনালের একটি ইক্যুইটি শেয়ার কিনেছিলেন। ফোর্বস তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উইনফ্রের মোট আয় ছিল ২.৫ বিলিয়ন ডলার।

বৈশ্বিক বায়োফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বায়োকনের প্রতিষ্ঠাতা কিরণ মজুমদার-শ। তিনি একটি ভাড়ার ঘর থেকে বায়োকন শুরু করেন এবং রাজস্বের দিক থেকে এটিকে ভারতের বৃহত্তম তালিকাভুক্ত বায়োফার্মা ফার্মে পরিণত করেন। ২০০৪ সালে এটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয় এবং প্রথম ব্যবসায়িক দিনে ১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে। ফোর্বসের তথ্য মতে, কিরণের সম্পদের পরিমাণ ২.৪ বিলিয়ন ডলার।

অ্যাক্ট ওয়ান গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেনিস ব্রায়ান্ট হাওরয়েড। অ্যাক্ট ওয়ান প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী-নেতৃত্বাধীন কোম্পানি, যা বার্ষিক ১ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় করে। অ্যাক্ট ওয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসভিত্তিক একটি কর্মসংস্থান পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান, যার ৩৩টি দেশের ১৭ হাজারেও বেশি ক্লায়েন্ট আছে। ১৯৭৮ সালে মাত্র ১,৫০০ ডলার দিয়ে জেনিস তাঁর কোম্পানি চালু করেছিলেন।

এদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর অবদান অনেক। বাংলাদেশের নারীউদ্যোক্তাদের অন্যতম পথিকৃৎ সেলিনা কাদের। তিনি দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প-কৃষিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। আশির দশকে সেলিনা কাদের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে বাংলাদেশ সরকার আলু রপ্তানির জন্য মাত্র ১০ শতাংশ ভরতুকি প্রদান করে। আলু রপ্তানি বৃদ্ধির প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯৮৫ সালে এগ্রিকনসার্ন প্রতিষ্ঠা করেন। এগ্রিকনসার্ন প্রতি বছর ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদন ও রপ্তানি করতে কৃষকদের সহায়তা করে আসছে।

বাংলাদেশের অপর প্রথিতযশা ব্যবসায়ী মনোয়ারা হাকিম আলী। ইন্ট্রাকো গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রামে অবস্থিত প্রজাপতি পার্ক, জৈব সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জেনেটিকা (বিডি)-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৮ সালে তিনি ইন্ট্রাকো ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের মাধ্যমে পর্যটন ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। বাংলাদেশের আতিথেয়তা ও পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত প্রথম নারী হিসেবে তিনি হোটেল হাওয়াইয়ের দায়িত্ব নেন। নারীউদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সংস্থান সরবরাহের জন্য তিনি ১৯৯৯ সালে চট্টগ্রাম নারীউদ্যোক্তা সমিতি, ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং নারী সমবায় ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানের বিশ্বে ১৭৬টি দেশে কর্মরত বাংলাদেশের নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১০ লাখের অধিক। ২০২২ সালের বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী প্রবাসী আয় প্রাপ্তির দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। আর এ অবস্থানে নিয়ে যেতে দেশের নারী শ্রমিকরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছেন। কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষিকাজে নিয়োজিত। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) সূত্রে, বর্তমানে দেশে ৩ লাখ মানুষ অনলাইনে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। আর এদের অর্ধেকই নারী ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা। এই উদ্যোক্তারা নিজেদের পণ্য বিক্রির মাধ্যমে মাসে সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন। দেশে গত এক দশকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বাড়তি শ্রমশক্তির মধ্যে ৫০ লাখই নারী।

## ১৩. বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমিত করার জন্য নারীদের অবদান

বলা হয়ে থাকে, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নারীদের ছাড়া সম্ভব নয়। আইনজীবী, লেখক, জলবায়ু কর্মী এবং ক্লাইমেট রিফ্রেমের পরিচালক ফারহানা ইয়ামিন; জলবায়ু সমঝোতাকারী, লেখক ও গ্লোবাল অপটিমিজমের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ক্রিশ্চিয়ানা ফিগারেস; যুক্তরাজ্যের প্রথম সবুজ বিনিয়োগ

তহবিল মার্লিন (বর্তমানে জুপিটার) ইকোলজি ফান্ডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, ন্যাশনাল প্রভিডেন্ট ইনস্টিটিউশনের সাবেক টেকসই বিনোয়োগ প্রধান, কার্বন ডিসক্লোজার প্রজেক্টের সাবেক চেয়ারম্যান টেসা টেন্যান্টসহ ৩০ জন নারী জলবায়ু নেতাদের একটি দল স্কটল্যান্ডের গ্রামে মিলিত হয়ে নেট জিরো এমিশন মতবাদ তুলে ধরেছিলেন। এই নারী নেতাদের সিংহী খেতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করা। এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু এবং স্পষ্ট ভাষা বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দকে অবশেষে প্রয়োজনীয়তা বুঝতে এবং একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যসহ, পদক্ষেপযোগ্য নীতি তৈরি করতে সহযোগিতা করেছে।

## ১৪. নারীরা ইতোমধ্যে জলবায়ু সংকট সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছে

তহবিলের অভাব সত্ত্বেও নারী নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলো বিশ্বব্যাপী তৃণমূল পদক্ষেপে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দ্য উইম্যান'স আর্থ অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (উইক্যান) ইন্টারন্যাশনাল, উইম্যান ফর ওয়াইল্ড লাইফ, ইনডিজেনাস উইম্যান বায়োডাইভার্সিটি নেটওয়ার্ক, উইম্যান ফর কনজারভেশন, উইম্যান ইন নেচার নেটওয়ার্ক, উইম্যান'স এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, উইম্যান অর্গানাইজিং ফর চেঞ্জ ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, উইম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম, প্রভৃতি।

মোদ্দা কথা, জলবায়ু কর্মকাণ্ডে আরো বেশি নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা সবার জন্য আরও টেকসই ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারি। সেজন্য জলবায়ু যোগাযোগের মাধ্যমে নারীদের আরো বেশি দক্ষ ও সমৃদ্ধশালী করতে হবে। পাশাপাশি নারীদেরও জলবায়ু যোগাযোগ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তাঁরা নিজেদের জ্ঞান অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এর ধারাবাহিকতায় নারীদের হাত ধরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে জলবায়ু সচেতনতা।

মো. ইসহাক ফারুকী যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন কর্মী, সাংবাদিক, লেখক, পরিবেশ ও জলবায়ু যোগাযোগ পরামর্শক।
ifaruquee@gmail.com

**তথ্যসূত্র**

দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সমকাল, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজকের পত্রিকা, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, উইম্যান চ্যাম্পিয়ন, ডয়েচে ভেলে, বিবিসি, ইউএনএফসিসিসি, ওয়ান আর্থ, ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট (এমজিআই), ইনভেস্টোপিডিয়া, উইম্যান'স ওয়েব, লিন্ডসি জিন শুম্যান, জাতিসংঘ, এফএও, ফোর্টে ফাউন্ডেশন